ইলুমিনাতি এজেন্ডা

মানবজাতিকে ধ্বংসের লুসিফেরিয়ান পরিকল্পনা

মূল

ডিন ও জিল হ্যান্ডারসন

রূপান্তর

প্লাবন কুমার

প্রজন্ম

মুক্তচিন্তায় স্বাধীনতা

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন: ০১৫৭২ ৪১০ ০১৮

www.projonmo.pub

ইলুমিনাতি এজেন্ডা

মানবজাতিকে ধ্বংসের লুসিফেরিয়ান পরিকল্পনা

প্রকাশকাল: আগষ্ট ২০২১
প্রচ্ছদ: ওয়াহিদ তুষার

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com/projonmo
amaderboi.com/projonmo

প্রজন্ম পাবলিকেশনের পক্ষে আহমদ মুসা ও ওয়াহিদ তুষার কর্তৃক ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত; তানভীর প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

Illuminati Agenda : The Luciferian Plan to Destroy Creation by Dean and Jill Henderson, Transformed by Plabon Kumar,
Published by Projonmo Publication
Copyright © Projonmo Publication
ISBN: 978-984-95578-7-6

সূচিপত্র

- এডেনের উদ্যান থেকে বিচ্যুতি.....৫

প্রথম ভাগ : লুসিফেরিয়ান কুকর্মকারীরা ৯

- রথচাইল্ড ইলুমিনাতি ৯
- প্রাচীন জায়নবাদীদের এজেন্ডাসমূহ.....১৬
- কালো টাকা ও আনুন্নাকি ২২
- ব্যবসায়িক গোলটেবিল—The Business Roundtable ৩২
- সিটি অব লন্ডন.....৩৭
- ডারউইনবাদীদের সামাজিক জালিয়াতি.....৫৫
- সবার জন্য মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ ৬০

দ্বিতীয় ভাগ : লুসিফেরিয়ান এজেন্ডা.....৬৫

- এজেন্ডা ২১.....৬৫
- জনসংখ্যা কামানোর জন্য ইলুমিনাতি এজেন্ডা.....৬৯
- জনসাধারণের জন্য বিষাক্ত খাবার ৮২
- রাসায়নিক বিষাক্ততা.....৯০
- মেডিক্যাল ডেথ ইন্ডাস্ট্রি.....৯৭
- বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেট.....১১২
- ২০১৬ সালের নির্বাচনে ইলুমিনাতি দুঃস্বপ্ন.....১২৩
- ইন্টারনেটের কারণে সম্ভাব্য পতন ১২৬
- স্মার্টফোন মানুষকে আস্তাকুঁড়ে বানাচ্ছে.....১২৯
- ক্যামব্রিজ অ্যানালিটিকার ফেসবুক কেলেঙ্কারি ১৩৩
- প্রযুক্তির আসক্তি ও ইলুমিনাতি এজেন্ডা.....১৩৬
- ইলুমিনাতি 5G-এর শেষ খেলা.....১৩৮
- এডেনের উদ্যানে ফেরা ১৪৬

অধ্যায় : এক

এডেনের উদ্যান থেকে বিচ্যুতি

এই বইয়ে বর্ণিত আদম ও ইভ—বর্তমান মানুষের রূপকবিশেষ। ঈশ্বরের বারংবার সতর্কতা সত্ত্বেও লুসিফার ও আনুন্নাকি—যাকে নেফিলিমের সংকর সন্তান বলে আদিপুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে—তার প্রলোভনে প্রথম মানুষেরা জ্ঞানবৃক্ষের গাছ থেকে আপেলটি খেয়ে ফেলেছিল। তারপর তাদেরকে এডেনের উদ্যান থেকে বাইরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

মানুষ হিসেবে সন্তুষ্ট থাকার চেয়ে তারা বরং তখন নিজেকে ঈশ্বরের সাথে সংযুক্ত রাখতে বেশি চেষ্টা করল। ঈশ্বরের সৃষ্টি হিসেবে নিজেদের দেখতে লাগল। ফলে আদম ও ইভ নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তি অনুসারে নিজস্ব ধাঁচের পূজা-উপাসনা করতে লাগল, যা আজকের প্রায় সকল পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোতে লিপিবদ্ধ আছে।

শয়তানিক পুরোহিতদের দ্বারা মানুষকে প্রকৃতি থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে সেই উদীয়মান ব্যাবিলনীয় সভ্যতা থেকে। প্রথমে কৃষি, তারপর শিল্পায়ন ও বর্তমানে ক্যাপিটালিজমের মাধ্যমে মানুষকে প্রকৃতির ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ফলে আমরা হারিয়ে ফেলছি নিজেদের পুনরুদ্ধার করার শক্তি, নতুন শক্তি উৎপাদন করার জ্ঞান, সৃষ্টিকর্তার বুনো বাগান থেকে খাদ্য সংগ্রহ করা এবং সৃষ্টির অন্যান্য প্রাণীর সাথে টেলিপ্যাথিকভাবে সংযুক্ত হবার প্রক্রিয়া।

আমাদের প্রত্যেকের আসলে সাতটা করে ইন্দ্রিয় আছে, কিন্তু আমরা পাঁচটার কথা বিশ্বাস করে বসে আছি। এভাবেই আমরা লুসিফিয়ানদের দ্বারা বিভিন্ন উপায়ে অবচেতনিকভাবে পঙ্গু হয়ে আছি। বাস্তবিকভাবে আমাদের মাতৃভূমি এই পৃথিবীর ভালোবাসা থেকে আমরা নিজেরা অনেকটাই বিছিন্ন হয়ে পড়েছি।

এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ৯৩% শক্তি এবং ৭% বস্তু দিয়ে গঠিত। এটি বুঝতে পেরে লোকোটা বলেছেন—"আমরা হয়তো সংখ্যায় খুব বেশি নই, কিন্তু সামগ্রিকভাবে আমরা কিছু না থাকার চেয়ে অনেক বেশি।" আমাদের শরীর শুধু আত্মা রাখার

একটা কক্ষ মাত্র, যেগুলোর প্রতিটিই জ্ঞানে পরিপূর্ণ এবং আমরা সকলে মিলে বাস্তবিকভাবে একজন।

যাই হোক, এরপর মানব সমাজে বিভিন্ন গোপন সঙ্ঘের উত্থান হয়। উদ্ভব ঘটে পুরোহিতদের, কিন্তু তারা পুরোপুরি আচ্ছন্ন হয়ে থাকে লুসিফেরিয়ান আইডিয়ার দ্বারা। তারা বলতে থাকে—মানুষ স্রষ্টার চেয়ে বেশি স্মার্ট এবং নিজেদের দাবি করতে থাকে পতিত ফেরেশতা হিসেবে।

এরপর প্রাচীন উর ও ব্যাবিলন শহর লুসিফেরিয়ানদের দ্বারা পরিচালিত হয়, যারা তাদের ন্যায়সঙ্গত ছদ্মবেশের মাধ্যমে শয়তানি কাজ-কর্ম তালমুদ ও কাব্বালাহতে ছড়িয়ে দেয়। পরে তারা একত্রিত হয় গিজার পিরামিডের চারপাশে। প্রাচীন লোকদের ইসরায়েলিদের দাসত্ব করতে বাধ্য করে। আফ্রিকান ম্যূরদের দ্বারা গিজার পিরামিড তৈরি করাই প্রাচীন লোকদের পরিচালানা করার বাস্তব উদাহরণ।

গবেষক মাইকেল টেলিংগার ও অন্যান্যরা গবেষণা করে বের করেছেন যে, মিশরের পিরামিডগুলো এই গ্রহের মুক্ত শক্তি গ্রিডের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই গ্রিডগুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিল প্রাচীন ধ্বংসস্তুগুলো। মাচ্চু-পিচ্চু থেকে শুরু করে এংকর ওয়াট, আরিয়ান রক পর্যন্ত সবই। ওপর থেকে এগুলোকে দেখলে অনেকটা কম্পিউটারের সার্কিট বোর্ডের মতো বলে মনে হয়, যেগুলোর প্রায় সবটাই সিলিকন আর পানি দিয়ে গঠিত। মানুষেরাও ৭৫% পানি দিয়ে তৈরি হয়। যদি তাদেরও রূপান্তরিত করা যায়, তবে তারাও চমৎকার পরিবাহকে রূপান্তরিত হতে পারে।

লুসিফেরিয়ান মস্তিষ্কের পূজারীরা এই বিষয়টাকে রূপকার্থে ফোকাস করে একটি কাঠামো সাজিয়েছে। তারপর তাদের কায়রোর মূল হেডকোয়াটার থেকে সৃষ্টি করেছে এক মিশরীয় ত্রয়ীবাদী ছকের। শুধুমাত্র পিরামিড আকৃতির অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করার জন্য তারা এটা করেছে, যাতে তারা পুরো মানবজাতিকে তাদের দাসে পরিণত করে নিতে পারে।

তারা নিজেদের 'ব্রাদারহুড অব স্নেক' বলে সম্বোধন করে। এটি আবার সেই রূপক সর্পকে নির্দেশ করে, যারা মানুষকে তাদের এডেনের স্বর্গীয় উদ্যানের অস্তিত্ব থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এমনকি লুসিফিয়ানরা এডেনের স্বর্গ থেকে সম্পদ ও সংস্থান লুট করেও নিয়েছিল। তারা দখল করে নিয়েছিল প্রাচীন

জ্ঞানভাণ্ডার। তারপর সেটিকে লুকিয়ে রাখে জনসাধারণের সামনে থেকে। এই জ্ঞান লুকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে তারা পৃথিবীর বিভিন্ন আদিম উপজাতিদের হত্যা করে। যারা সবাই সেই প্রাচীন জ্ঞান সম্পর্কে জানত, তাকে আত্মস্থ করতে পেরেছিল এবং ঈশ্বরের সৃষ্টির একটি অংশ ছিল কিংবা কিঞ্চিৎ ধারণা লাভ করেছিল, তাদের সবাইকে লুসিফিয়ানরা নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

তারা আদিবাসীদের কাছ থেকে সপ্ত-ইন্দ্রীয়ের জ্ঞান চুরি করে এবং আবারও মানবজাতির কাছ থেকে তা গোপন করে রাখে; আর সেটাও করে তাদের অন্যান্য গোপন সংগঠনগুলোকে সঙ্গে নিয়েই, যেগুলোকে তারা নিজেদের স্বার্থে নিজেদের আয়ত্বে রাখে এবং নাম দেয় 'প্রাচীন রহস্য'। যদিও আদতে সেগুলোতে কোনো রহস্যই লুকিয়ে নেই, আর এটাই হচ্ছে সহজ বাস্তবতা।

লুসিফেরিয়ান গঠিত হয়েছে দর্শন, বিভাজনবাদ, স্বাতন্ত্র্যবাদ, দখলবাদ ও ক্ষুদ্রতাবাদ সব মিলিয়েই। তারা প্রকৃতির বাস্তবতাকে নাকচ করে দেয়। যেখানে বলা ও শিক্ষা দেওয়া হয় যে, আমরা সবাই মিলে আসলে এক ও অদ্বিতীয়। যেখানে প্রাচীন জ্ঞান বলে যে, পৃথিবীমাতা পুরোটা মিলে একজন জীবন্ত সত্ত্বা, যাকে 'গাইয়া' নামে ডাকা হয়। লুসিফেরিয়ান পূজারীরা সেই পৃথিবীমাতাকে একজন পতিত দেবতা হিসেবে দেখে থাকে। তাকে তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক লাভের উৎস হিসেবে দেখে থাকে; আর সেই পূজারীদের ধর্ম হচ্ছে বস্তুবাদ।

লুসিফেরিয়ানদের যেমন সম্পদ জমেছে, তেমনই তাদের কিছু খারাপ কর্মফলও তৈরি হয়েছে। এই কর্মফলকে মোকাবেলা করার পরিবর্তে তারা অস্বীকার করে যায়। আরও গভীরভাবে ডুবে যায় তাদের লুসিফেরিয়ান বিভ্রান্তিতে, আর সেটাও প্রকৃতির বাস্তবতার নিরিখেই। প্রকৃতির বাস্তবতাকে বোঝার এই ভুলের জন্যই তারা বাস করে অবজ্ঞা ও দাসত্বের অন্ধকারে। এ কারণেই তারা আমাদেরকেও দাসত্বের এই চতুর্থ অবস্থায় আনতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যায়। বাস্তবতাকে আলিঙ্গন করে নেওয়া এবং সুখী হওয়ার পরিবর্তে তারা অর্থ আর খ্যাতির পেছনে অবিরাম ছুটতে থাকে।

কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের নব্য বিজ্ঞান বিপ্লবের এই যুগে আমাদের মধ্যে বাস করছে শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আবেগিক এক বিশাল মজুদ। যার কারণে আমাদেরও তার দাস হয়ে থাকতে হয়। তাই আমরা এটা প্রমাণ করি যে, বিজ্ঞান বস্তুকেন্দ্রিক নয়; বরং তা অনেকটা আত্মাকেন্দ্রিক।

লুসিফেরিয়ানরাও এটা জানে। তাই তারা ভালো ও খারাপের মধ্যে একটা মহাকাব্যিক জটিল দেয়াল তুলে দেয়। সত্য যেখানে একতার বন্ধন ও সম্পূর্ণতার মধ্যে নিহিত, তারা সেখানে চেষ্টা করে আমাদের বিভাজিত, বাধাগ্রস্থ ও বিভ্রান্ত করে তুলতে। তাদের মানবতা ও এই গ্রহকে ধ্বংস করার ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা অনেকটাই তাদের অজ্ঞতার ফলস্বরূপ।

এই গ্রহের সবচেয়ে বিভ্রান্ত, কৃপণ ও ঘনত্বসম্পন্ন মানুষেরা ব্যস্ত থাকে শিশু বলি দিতে, জনসংখ্যা কমিয়ে আনতে, অন্ধকারাচ্ছন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকতে, ভ্যাম্পায়ার কল্পকথা ইত্যাদিতে। আর তারা এতটাই মানসিক বিকারগ্রস্ত যে, তারা আমাদের চেয়ে নিজেদের অধিক স্মার্ট ভাবে। নিজেদের সাড়ম্বরে ইলুমিনাতি বলে।

প্রথম ভাগ : লুসিফেরিয়ান কুকর্মকারীরা

অধ্যায় : দুই
রথচাইল্ড ইলুমিনাতি

লুসিফেরিয়ানরা যখন পেছন থেকে লড়াই করে আর সৃষ্টিশীলতাকে ধ্বংস করার চেষ্টা চালিয়ে যায়, তখন তাদের পরিচয় জানা এবং প্রকাশ্যে নিয়ে আসাটা জরুরি হয়ে পড়ে। তাদের ভ্রান্ত সাইকোপ্যাথরা মানবজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, তাই আমরা যদি মানব-প্রজাতি হিসেবে বেঁচে থাকতে চাই, তাহলে তাদের এজেন্ডাগুলোকে উন্মোচন করার জন্য আমাদের এখন থেকেই লড়াই শুরু করতে হবে।

কারণ, একবার আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে শয়তানবাদীরা তৎক্ষণাৎ হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে, কিন্তু সেই সচেতনতার জায়গায় পৌঁছতে হলে আমাদের আগে জানতে হবে তারা কে, কীভাবে তারা চিন্তা করে এবং তাদের পরিকল্পনা কী।

'ইলুমিনাতিরা' সমস্ত লুসিফেরিয়ায়ান গোপন সংস্থাগুলোর শাসক হিসেবে কাজ করে। এর শিকড় বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। আটলান্টিসের 'গার্ডিয়ানস অব লাইট', সুমেরিয়ার 'দ্য ব্রাদারহুড অব স্নেক', আফগানিস্তানের 'রসহানিয়া', 'মিশরীয় রহস্য স্কুল', 'জেনোসিস' পরিবার—যারা রোমান সাম্রাজ্য শাসন করে এসেছে এবং যিশু খ্রিস্টকে ক্রুশে ঝুলিয়ে দিয়েছে, তারা সবাই এক। লুসিফেরিয়ানদের রক্তবীজ এদের সবার মধ্যেই নিহিত।

মাফিয়া সাম্রাজ্য ও ৩৩ ডিগ্রি ম্যাশনের নিয়ন্ত্রণকর্তা গাউসপি ম্যাজনিকে নিয়ে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন ডিস্রালি ১৮৫৬ সালে হাউজ অব কমন্সের সামনে ইলুমিনাতিবিষয়ক একটি অগ্নিঝড়া বক্তব্য দিয়েছিল। এই সাহসী ভাষণে তিনি বলেন—"ইতালিতে এমন একধরনের শক্তি লুকানো আছে, আমরা যার কথা খুব কমই উল্লেখ করি। মানে আমি গোপন সংস্থার কথা বলছি। পুরো ইউরোপ গোপন সংস্থাগুলোর দ্বারা আচ্ছাদিত। রেলপথ দিয়ে যেমন পুরো পৃথিবী ঢাকা, ঠিক সেরকম।"

ইলুমিনাতি হচ্ছে সেই গোপন সংস্থা, যা 'Bank of International Settelments'-এর নিয়ন্ত্রণকর্তা আটটা পরিবার নিয়ে গঠিত। তাদের উত্তরসূরিরাও এই পরিবারগুলো থেকেই নির্বাচিত হয়। তাদের অগ্রদূতরা হচ্ছেন ফ্রিম্যাসন নাইট ট্যাম্পলার—যারা ব্যাংকিং ধারণার প্রবর্তন ঘটিয়েছিলেন। তারা 'বন্ড মার্কেট' সৃষ্টি করে পুরো ইউরোপীয়ান অভিজাতদের নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন যুদ্ধঋণ প্রদানের মাধ্যমে।

ট্যাম্পলাররা একটা গোপন জ্ঞানের কথা দাবি করে যে, যিশু খ্রিস্ট ম্যারি ম্যাগডালেনকে বিয়ে করেছিলেন। তার সন্তান ছিল এবং তিনি জোসেফ অব আরমাথিয়ার ছেলে ছিলেন। বাদশা সলোমনের ছেলে যোসেফের ওপর ভিত্তি করে এই মিথ্যাটি গড়ে তুলেছিল তারা। ইনি ছিলেন সেই বাদশা সলোমন—যার মন্দির 'সলোমন ট্যাম্পল' পরবর্তীতে ম্যাশনিক মডেল ট্যাম্পল হয়ে দাড়ায়। যার উদাহরণ এখন আমেরিকার প্রতিটি শহরে বিভিন্ন আকারে নির্ভুলভাবে আমরা পেয়ে যাই।

ফ্রিম্যাসনরা হচ্ছেন শয়তানিক লক্ষ্য পূরণের অফিসিয়াল ক্রাউন এজেন্ট, যারা লন্ডন শহর ও ব্যাংক অব সেলেটেমেন্টের ছত্রছায়ায় এসব লক্ষ্য পূরণে পৃথিবীতে আধিপত্য বিরাজ করার চেষ্টা করে বারবার। তবে এ ক্ষেত্রে তারা বেশ সফলই বলা যায়।

সলোমন মন্দিরটির কিছু কুখ্যাতি ছিল। যেখানে ব্যভিচার, মাতাল হওয়া ও নরবলি দেওয়ার আদর্শ বজায় ছিল। ব্যাবিলিয়ানরা তাদের বিভিন্ন চুক্তি লুসিফেরিয়ান ও ইহুদিদের শাস্ত্র অনুযায়ী বিচার ও তৈরি করত। এটির অবস্থান ছিল জেরুসালেমের মাউন্ট মরিয়'তে, যা হয়তোবা আনুন্নাকিদের ফ্লাইট কন্ট্রোল সেন্টার হিসেবেও ব্যবহৃত হতো।

ক্রুসেডার নাইট ট্যাম্পলাররা প্রচুর পরিমাণে সোনা ও নিদর্শন লুট করেন সলোমন মন্দিরের নিচ থেকে, যেখানে তারা রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন নিদর্শন পেয়ে যান। বাদশা সলোমন ছিলেন কিং ডেভিডের ছেলে। তিনি ১০১৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তার শাসনকালে হাজার হাজার লোককে হত্যা করেন, আর এই দাবিকৃত মন্দিরই হচ্ছে তাদের 'হাউজ অব ডেভিড', যা ইহুদিরা বিশ্বনিয়ন্ত্রণকে ন্যায়সঙ্গত করতে ব্যবহার করে।

লেখক ডেভিড আই বাদশা ডেভিডকে 'কসাই' বলে অভিহিত করেছেন। তার সন্তান বাদশা সলোমন রাজা হওয়ার জন্য নিজের আপন ভাইকে হত্যা করেছেন। তিনি মিশরের ফারাও শিসাকের উপদেষ্টা ছিলেন এবং তার কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। মিশরীয় আখেনটেমের রহস্যময় স্কুলে তিনি পড়ালেখা করতেন, যেখানে মানুষের মন নিয়ন্ত্রণ করা শেখানো হতো। তারপর বাদশা সলোমন জেরুসালেম ফিরে আসেন এবং তার ফ্রিম্যাসন ব্রাদারহুডের সাহায্যে নিজস্ব মন্দির গড়ে তুলেন।

কেনানীয় ব্রাদারহুডের নেতৃত্বে ছিলেন নিজেকে ঈশ্বর ঘোষণা করা মেলচিসিদেক, যিনি নিজেও একজন আনুন্নাকি অনুসারী। তিনি হিব্রু ভাষায় লেখা প্রাচীন রহস্যগুলোকে বোঝার চেষ্টা করতে লাগলেন এবং সেদিকে নজর দিলেন। মেলচিসিদেকের নির্দেশের ওপর ভিত্তি করে 'কাব্বালাহ' নামের এক গোপন সংস্থা গড়ে উঠল। এদিকে বাদশা সলোমন তার পূর্বসূরি আব্রাহামের তৈরিকৃত সুমেরিয়ান কাদামাটির নিয়তি ফলকের ওপর বিস্তর জ্ঞান লাভের চেষ্টা করতে লাগলেন।

আব্রাহাম নিজে হয়তো একজন আনুন্নাকি বংশধর ছিলেন। তিনি এবং মেলচিস দুজনেই সুমেরিয়ান 'ব্রাদারহুড অব স্নেক' দ্বারা প্রশিক্ষিত হতে লাগলেন। এই সংগঠনটি এডেন স্বর্গোদ্যানে আদম ও ইভের সর্পদের দ্বারা প্রলোভনে পড়াকে প্রতিনিধিত্ব করে চলে। ইভ আনুন্নাকি সর্পদের দ্বারা প্রলোভিত হয়েছিলেন। ফলকগুলোতে বলা ছিল—'যদিও সকল আদামুসকে (মানুষের জন্য ব্যবহৃত সুমেরিয়ান শব্দ), সর্প-রাজা ও তাদের বংশধরদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। তাদের অধীনে থেকে মানবজাতিকে পরিশ্রম করে যেতে হবে।'

আব্রাহামের তৈরিকৃত সুমেরিয়ান কাদামাটির নিয়তি ফলকগুলো 'Ha Qabala' নামে পরিচিত। এর হিব্রু অর্থ হচ্ছে 'আলোর জ্ঞান'। অত্যন্ত গোপনে এনকোড করে রাখা জ্ঞানগুলো যারা বুঝে, তারা বিশ্বাস করে যে, এগুলো ওল্ড স্ট্যাটমেন্টে লিখিত আছে। ভিন্নভাবে লিখিত 'রাম' শব্দের মধ্যেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই শব্দগুলো সেল্টিক, বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মেও পাওয়া যায়। নাইট ট্যাম্পলাররা এই ক্যাবালিস্টিক জ্ঞানকে মধ্যপ্রাচ্যে ক্রুসেডের রোমাঞ্চকর যাত্রার পর ইউরোপে নিয়ে আসে।

১১০০ শতাব্দিতে জেরুসালেমের কাছে নাইট ট্যাম্পলাররা জায়নবাদীদের 'প্রিয়রি অব সায়ন' তৈরি করেছিলেন কিছু পবিত্র বস্তুকে রক্ষা করার জন্য। যেমন : তুরিনের কাফন, পবিত্র সিন্দুক, হাপ্সবার্গ ফ্যামিলির ছড়ানো নীতি ইত্যাদি; যেগুলো যিশু খ্রিস্টকে হত্যার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল।

নাইট ট্যাম্পালারদের স্বর্ণ ও যিশু খ্রিস্টের বংশধারা—'দ্য রয়্যাল সেনগ্রেইল'—রক্ষা করা ছিল প্রয়োরিদের কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তারা বিশ্বাস করতেন যে, রয়্যাল সেনগ্রেইল ফ্রান্সের বার্বন মেরোভিনগিয়ান ও স্পেন বা অস্ট্রিয়ার হাপ্সবার্গ রাজতান্ত্রিক পরিবার বহন করে চলছে। ফরাসি লরেন রাজবংশ—যা আবার মেরোভিয়িংস বংশ থেকে আগত—অস্ট্রিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করার জন্য হাপ্সবার্গ পরিবারে বিয়ে করেছিলেন; তারাও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

১৮০৬ সালে কিং পঞ্চম চার্লস ও অন্যান্যদের পতনের আগপর্যন্ত হাপ্সবার্গ পরিবার পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য পরিচালনা করতেন। পরিবারটির শিকড় খুঁজে পাওয়া যায় সুইজারল্যান্ডের হাবিস্টবার্গ নামের একটি পরিবারে, যা গঠিত হয়েছিল ১০২০ সালে। হাপ্সবার্গরা ছিল 'প্রিয়রি অব সায়নের' অবিচ্ছেদ্য অংশ। অনেক গবেষকই স্পষ্টরূপে নিশ্চিত যে, স্পেনের হাপ্সবার্গ রাজা ফিলিপই হয়তো জেরুসালেমের সেনগ্রেইলের আসল মুকুট পাবেন।

এবার আসি রথচাইল্ড পরিবারের গল্পে। এই পরিবারটি হাপ্সবার্গ পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত। রথচাইল্ডরা পুরো কাব্বালাহ, ফ্রিম্যাসন ও নাইট ট্যাম্পলার সকলের নেতা। তাছাড়া ইলুমিনাতি ও আট পরিবারের সাথে সংযুক্ত ব্যাংকিং কার্টেল এবং সকলেরই শীর্ষে আরোহণ করেন। এই পরিবারটি শতকের পর শতক যুদ্ধের বন্ড ও কালো টাকার দ্বারা বিশাল সম্পদের অধিকারী হয়। বৃটিশ উইন্ডসর, ফরাসি বার্বোনস, জার্মানের ভন থ্রন আন ট্যাক্সি, ইতালিয়ানদের স্যাভোস এবং অস্ট্রিয়ান ও স্প্যানিশদের হাপ্সবার্গ—সবাই এর অন্তর্গত ও এর সাথে সম্পর্কযুক্ত।

ডেভিড আইকি বিশ্বাস করতেন যে, রথচাইল্ডরা আনুন্নাকিদের সর্প-রাজাদের প্রতিনিধিত্ব করে। তিনি উল্লেখ করে বলেছিলেন—"তারা (রাথচাইল্ডরা) ইউরোপের রাজাদের হাতের মুঠোয় পুরে রেখে দিয়েছে। এর মধ্যে আছে ব্লাক নোবেলিটির রাজত্ব ও হাপ্সবার্গ পরিবার, যারা পুরো ৬০০ বছর ধরে রোমান

সাম্রাজ্য শাসন করে এসেছেন।" রথচাইল্ডরা 'Bank of England'-কেও নিয়ন্ত্রণ করত। যেকোনো যুদ্ধের জন্য রথচাইল্ডরা ছিল এর পেছনের কলকাঠি। তারা দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ লাগিয়ে দিত এবং উভয় পক্ষেই প্রচুর অর্থায়ন করত।

রথচাইল্ড ও ওয়ারবার্গরা হিটলার ও বলশেভিক উভয় পক্ষেই অর্থের যোগান দিয়েছিল। তারা ছিল জার্মান বুন্ডেস ব্যাংকের প্রাধান স্টকহোল্ডার। রথচাইল্ডরা জাপানের সবচেয়ে বড় ব্যাংকি হাউজ 'নমুরা সিকিউরিটিজ'-কেও নিয়ন্ত্রণ করে। এডমুন্ড রথচাইল্ড ও টুসনো ওকিমুরার সাথে সংযুক্ত হয়ে তারা এটা পরিচালনা করে থাকে। রথচাইল্ডরা এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ধনী ও সবচেয়ে শক্তিশালী পরিবার। লন্ডন শহরের বিভিন্ন ব্যাংকের তৈরি করা অ্যাকাউন্টে তাদের সম্পত্তি লুকানো রয়েছে, যার কোনো মালিকানা নেই। শুধুমাত্র একজনই জানে এই অ্যাকাউন্টগুলো কে নিয়ন্ত্রণ করে। সে হলো—'ব্যাংক অব ইংল্যান্ড', যাকে আবার নিয়ন্ত্রণ করে রথচাইল্ডরা।

রথচাইল্ডরা ভীষণ রকমের অন্তর্জাত হয়ে থাকে। গত প্রজন্মগুলোর অর্ধেকের বেশি রথচাইল্ডরা নিজেদের পরিবারের ভেতরেই বিয়ে করে গেছেন। সেটাও শুধুমাত্র তাদের রক্তের বিশুদ্ধতা তথা 'সেনগ্রেইল' রক্ষা করার জন্যই।

১৭৮২ সালের আমেরিকার গ্রেট সিল বিভিন্ন ইলুমিনাতি সিম্বল দিয়ে ভরা ছিল, ইউএস ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের এক ডলারের নোটে তার প্রমাণ মেলে। এই নোটের ডিজাইন করা হয়েছিল ফ্রিম্যাসনারীদের দ্বারা। সেই ডলারের বামদিকের পিরামিডটি নির্দেশ করে মিশরের পিরামিডকে, যা আনুন্নাকিদের সম্ভাব্য শক্তির উৎস। যেটি আবার তৈরি করেছে মিশরীয় ফারাওরা তাদের ইসরায়েলি দাসদের ব্যবহার করেই।

ইলুমিনাতি ব্যাংকারদের জন্য পিরামিড একটি গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন। কারণ, তারা মনে করে, মানুষের মেরুদণ্ডের ৩৩টি হাড়ের সর্বোচ্চ স্থানে তারা অবস্থান করে। এদিকে মিশনারীদের সর্বোচ্চ স্থান হচ্ছে ৩৩ ডিগ্রি, আর এই ৩৩ ডিগ্রিতে, অর্থাৎ সবার ওপরে আছে ইলুমিনাতিরা—যারা বিশ্বাস করে যে তারা এই মেরুদণ্ডের মূল মাথাটিতে বসে আছে এবং মানবজাতিকে পরিচালনা করে নিয়ে যাচ্ছে। তারা যে নির্দেশগুলো দিচ্ছে, অন্যরা তাই পালন করে চলছে। যেটি অবশ্য লুসিফেরিয়ান ডকট্রিনের চূড়ান্ত একটি প্রকাশবিশেষ।

এভাবে ইলুমিনাতিরা সমাজে ট্রায়ড, ত্রিপক্ষীয় ও ট্রিল্যাট্রিজের বাস্তবায়ন করে, যার মাধ্যমে তারা কতিপয় কিছু উচ্চশ্রেণির সেনগ্রেইল বিশাল জনগোষ্ঠীকে পরিচালনা করতে পারে, যা আবার প্রতিনিধিত্ব করে একটি পিরামিডের।

যখন 'ব্রাদারহুড অব স্নেক' কায়রোর গ্রান্ড লজ দখল করেছিল, তখন তারা সেখানে আইসিস, ওরিসিস ও হোরেস ট্রিনিটির পূজা করেছিল—যারা সকলে ছিল আনুন্নাকির সন্তান। ভ্রাতৃসংগঠন এই ট্রিনিটির ধারণাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেয়; যেমন—খ্রিস্টধর্মে (পিতা, পুত্র, পবিত্র আত্মা), হিন্দুধর্মে (ব্রহ্মা, শিব, কৃষ্ণ), বৌদ্ধধর্মে (বুদ্ধ, ধর্ম, সংজ্ঞা)।

আমেরিকান ১ ডলারের নোটের উপরে আঁকা পিরামিডের মাথার চোখটাকে সমস্ত কিছু দেখার চোখ বলে উল্লেখ করা হয়, যাকে অন্যভাবে 'দ্য অর্ডার' বা 'অর্ডার অব দ্য কোয়েস্ট' বলেও ভাবা হয়। পরবর্তীকালে এটিই জার্মান ওরডেন ও জেসন পরিবারের কাছে '*Skull and Bones*' হিসেবে গৃহিত হয়।

যখন *Annuit Coeptis* সমস্ত কিছু দেখার চোখের ওপরে অবস্থিত, তখন '*Novus Ordo Seclorum*' পিরামিডের নিচে অবস্থিত থাকে। *Annuit Coeptis* শব্দের অর্থ—"আমাদের প্রচেষ্টা দেখে তিনি খুশি হবেন।" (যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ)। নোটের ডানপাশের ঈগলের ওপর লেখা আছে *E Pluribus Unum*। যার ল্যাটিন অর্থ দাঁড়ায়—"অনেকের মধ্য থেকে একটা"। ঈগলটার আছে ১৩টি তির, ১৩টি জলপাই গাছের শাখা এবং মাথার ওপর ১৩টি তারা। এদিকে আমেরিকা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৩টি 'কলোনি' নিয়ে। তাছাড়া ট্যাম্পলার পাইরেট জ্যাকস ডি মোলেকেও ১৩তম শুক্রবারে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল।

এজন্য ৩, ৯, ১৩ ও ৩৩ গুপ্তসমাজের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা। বিলারবার্গার কমিটির তেরো সদস্যবিশিষ্ট শক্তিশালী এক নীতিনির্ধারণী কমিটি আছে। এই কমিটিতে প্রিন্স বার্নহার্ড, হান্সবার্গ পরিবারের সদস্য ও ব্লাক নোবিলিটির নেতারাও রয়েছেন। এই বিলারবার্গ কমিটি রথচাইল্ডের গোলটেবিল নম্বর ৯-এর উত্তর প্রদান করতে চেষ্টা করেন।

প্রাচীন আধ্যাত্মিক গ্রন্থগুলো আমাদের বলে যে, সংখ্যা হচ্ছে সৃষ্টির মূল ভিত্তি। কিছু কিছু সংখ্যা হচ্ছে বাস্তবতাকে বোঝার মূল চাবিকাঠি, কিন্তু বরাবরের মতো আবারও লুসিফেরিয়ানরা সেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানগুলো চুরি নেয়। সেগুলোকে

তাদের গুপ্তসমাজগুলোর দ্বারা আমাদের থেকে লুকিয়ে ফেলে, তারপর সেগুলোকে বিকৃত করে ফেলে এবং তারা চতুর্থ মাত্রার পাগলামিতে আমাদের নিমগ্ন করে তোলে।

পবিত্র গ্রন্থ পড়ে তথ্য সংগ্রহ করা ইলুমিনাতি ফ্রিম্যাসনদের অন্যতম লক্ষ্য, যাতে তারা সেগুলোকে নিজেদের মতো করে রূপান্তরিত করে নিতে পারে এবং তাদের আর্থ-সামাজিক এজেন্ডাগুলোকে চালিয়ে নিতে পারে। তাই জ্যামাইকান বিপ্লবের শিল্পী পিটার টোস ব্যাবিলিয়ানদের উদ্দ্যেশ্য করে বলেছিলেন—"আমরা যা করি, ওরা করে ঠিক তার উল্টোটা।"